দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..09 MAY 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

চিঠিপত্র

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কিছু ভাবনা

'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা' বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে অত্যন্ত সংক্ষেপে নিম্নের আলোচনাটি উপস্থাপিত হয়েছে।

বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টা প্রত্যেকটি সজাগ জাতির কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ। উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাহ্যিক দিক দিয়ে অনেক সামঞ্জস্য থাকলেও মূলতঃ একই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি তাদের উদ্দেশ্য নয়। এজন্য দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধরনের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে রাশিয়ায় হুবহু তার অনুকরণ হচ্ছে না। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে তাদের আদর্শের পার্থক্য। ভাল-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান, মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ব্যক্তি চরিত্রের মান নির্ণয়, জীবন ও জগত সম্বন্ধে কতক ধারণা ইত্যাদির সমন্বয়েই একটি আদর্শ গড়ে উঠে। যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযোগ্য, সে আদর্শের উপর ভিত্তি করেই সে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। প্রত্যেক জাতিরই কোন না কোন আদর্শ থাকে। আদর্শ ছাড়া কোন জাতি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সুতরাং শিক্ষা নীতি প্রণয়নের বেলায় জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও পুনর্গঠন করতে হলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ নির্ণয় করা আবশ্যক। আমাদের নিজস্ব কোন মত বিশ্বাস জীবন দর্শন, উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে আমাদের সে জীবন দর্শনের আলোকেই শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা আজ সময়ের দাবী, যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম বিশ্বের দরবারে নিজস্ব আদর্শের পরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এ দেশে কোন আদর্শের উপর ভিত্তি করে তার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও জাতীয় নীতি নির্ধারণ করবে তা এখনও স্থির হয়নি বললেও চলে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং এ দেশের ৯০% মুসলমান। তাই এ দেশের আদর্শ ইসলাম। এখন এ দেশের সরকার ও দায়িত্বশীলদের উচিত হবে আদর্শ নিয়ে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না থেকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতেই এ দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা।

ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ কোথায়, তা উদঘাটন করতে হবে। এ দেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি ইংরেজ শাসকদের অবদান। খাঁটি মুসলমান বা আদর্শ মুসলিম নাগরিক তৈরীর নিয়তে ইংরেজরা এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি; বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ দেশে ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ী রাখার জন্য তাদের অনুগত ও বিশ্বস্ত কিছু কর্মচারী তৈরী করা। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, তা ছিল ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর উন্নত করার প্রয়াস মাত্র।

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত বিষয়ে ছিটেফোটা বিষয়ে সামান্য জ্ঞান দেয়ার জন্য "ইসলামিয়াত" নামে একটি বিষয় সংযোজন করে মূলতঃ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিশাল বৃক্ষের ক্ষুদ্র একটি কাণ্ডকে রেখে বাকী বৃক্ষটি কেটে ফেলার মতই হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, অংক ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে পাঠকের হৃদয় জগৎ, জীবন, ধর্ম, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে যে ধারণা জন্মলাভ করে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেও একই ধারণা লাভ করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার বন্দোবস্ত থাকে, তাকেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। যে শিক্ষা লাভের ফলে শিক্ষার্থীদের মন-মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠবে, যাতে ইসলামের আদর্শে একটি সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে মানব রচিত মতবাদসমূহের সাথে তুলনা করে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে। আজকে জাতি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষিত সমাজ নিয়ে চরমভাবে হতাশ। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কেননা, সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব পরিবেশনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং নৈতিকতা, সততা ও নিষ্ঠার চরম অভাবের এ যুগে এ জাতিকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

—মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান